তারিখ 18 MAY 2017
পৃষ্ঠা

প্রবাসী আয় বাড়াতে

প্রশিক্ষিত, দক্ষ শ্রমশক্তির বিকল্প নেই

প্রবাসী আয় বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রয়োজন শিক্ষিত, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমশক্তি। অথচ বাংলাদেশে স্বল্পশিক্ষিত, ভূমিহীন ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষই কাজের সন্ধানে প্রবাসী হচ্ছেন বেশি। বিদেশে গিয়ে এদের বড় অংশ আবার কর্মরত থাকছেন সর্বনিম্ন মজুরির শ্রমিক হিসেবেই। প্রবাসী কর্মী নিয়ে একটি জরিপ চালিয়েছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। 'রিপোর্ট অব দ্য সার্ভে অন ইনভেস্টমেন্ট ফ্রম রেমিট্যান্স ২০১৬' শীর্ষক ওই জরিপ প্রতিবেদন বলছে, ২০১৬ সালে যেসব বাংলাদেশি কর্মী হিসেবে প্রবাসী হয়েছেন, তাদের প্রায় ৮৯ শতাংশেরই শিক্ষাগতযোগ্যতা মাধ্যমিক ও তার নিচে। একই বছর বিদেশে যাওয়া বাংলাদেশিদের প্রায় ৫৭ শতাংশের জমির পরিমাণ দশমিক ৫ একরের নিচে বা একেবারেই নেই। প্রবাসীদের আবার ৬২ শতাংশের বেশি কাজ করছেন শ্রমিক হিসেবে। বিবিএসের জরিপ বলছে, ২০১৬ সালে যেসব বাংলাদেশি কাজের উদ্দেশে বিদেশে গেছেন, তাদের ৯ দশমিক ৬৪ শতাংশের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই। প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করে গেছেন ২৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ। এছাড়া নিম্নমাধ্যমিকের নিচে ৩৭ দশমিক ১৫ ও মাধ্যমিক পাস করে প্রবাসী হয়েছেন ১৫ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এ হিসাবে মাধ্যমিক পাস বা তার আগেই প্রবাসী হয়েছেন ৮৮ দশমিক ৮৬ শতাংশ বাংলাদেশি কর্মী। অন্যদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে প্রবাসী হয়েছেন ৮ দশমিক ৩০ ও স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ২ দশমিক ৫৮ শতাংশ।

বিদেশি শ্রমবাজারে দক্ষ ও মধ্যম শিক্ষিত শ্রমিকের যথেষ্ট পরিমাণে চাহিদা রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, আমরা সেসব বাজারে প্রবেশ করতে পারছি না। প্রথাগত বাজারে জনশক্তি রপ্তানিতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছি। জনশক্তি রপ্তানির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী না হওয়ার কারণেই মূলত ভূমিহীন ও স্বল্পশিক্ষিতরা বেশি প্রবাসী হচ্ছেন। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে শ্রমশক্তি প্রশিক্ষণের কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেগুলোর সংখ্যা এবং গুণগতমান দুটোই অপ্রতুল। বাংলাদেশের শ্রমশক্তি রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রবাসী আয় উন্নতমানের চাকরি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমশক্তি প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যাপক অবকাঠামো, প্রশিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন বাংলাদেশে সেটা গড়ে উঠেনি। কিন্তু এছাড়া দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টি মোটেই সম্ভব নয়।

যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের না পাঠানোর কারণে বৈদেশিক মুদ্রাও আসছে তুলনামূলক কম। প্রবাসী আয় দেশে পাঠানোর ক্ষেত্রে ব্যাংকিং চ্যানেলের পরিবর্তে নন-ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহার করছেন অনেকেই।

এটা সত্য যে, যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বাড়িয়ে জনশক্তি রপ্তানি করা গেলে অপেক্ষাকৃত বেশি বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসতো। এক্ষেত্রে প্রধান শ্রমবাজারগুলোয় কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা তৈরি করা বাঞ্ছনীয়। সেইসঙ্গে কারিগরি শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে দেশের তরুণদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলা জরুরি। আন্তর্জাতিক বাজারে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে দেশের দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকদের প্রচারণা ও ব্র্যান্ডিং করতে হবে। এছাড়া ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণেও শ্রমিকদের উৎসাহিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এক্ষেত্রে প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে পারে। দেশে অর্থ প্রেরণের খরচ কমানোসহ পদ্ধতিগত জটিলতা দূর করা সম্ভব হলে প্রবাসী আয় নিশ্চিতভাবেই আরও বাড়বে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং
তারিখ
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/অবগত্যর্থে
স্বাক্ষর